জন হাঘস্মীথ পিগট-এর ঈশ্বরত্তের দাবী সতর্কীকরণ ও পরিণাম

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

পরম করুণাময় আল্লাহ্ মানুষের হেদায়াতের জন্যে যুগে যুগেই তাদের মধ্য থেকেই নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করে আসছেন, যাতে মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্বের উপাসনা না করে এবং দুনিয়াতে ন্যায়-বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে মানুষের মধ্য থেকে সর্বদাই এমন ব্যক্তির উদ্ভব হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নবীগণের চরম বিরোধিতা করেছে এবং এ' কারণে আল্লাহ্‌র নির্দেশে কঠোর শাস্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। ধর্মের ইতিহাসে এমন যেসব দূর্ভাগাদের নাম সংরক্ষিত হয়েছে, তাদের মধ্যে নমরূদ, ফেরাউন, হামান, আবুজহল, আবু লাহাব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আখেরী যামানায় আগত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আবির্ভাবের পরেও এমন অনেক দুর্ভাগার উদ্ভব হয়েছে, যারা তাকে শুধু অমান্যই করেনি, চরম বিরোধিতাও করেছে এর পরিণামে নিদর্শনমূলক-পরিণতির শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে আমেরিকার ডক্টর ডুই, আর্য-সমাজীদের নেতা লেখরাম পেশোয়ারী, মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী, নজির হোসেন দেহলবী, প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এবং আহমদীয়াতের ইতিহাসে তাদের নাম লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়াও আরো অনেকের নামের মধ্যে আজ আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর কট্টর-বিরোধী এবং একই সাথে খোদা হবার দাবীদার এক হতভাগার সংক্ষিপ্ত পরিণতি সম্বলিত একটি প্রবন্ধ পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি।

পিগট-মসীহ্ লন্ডন,–তার ঈশ্বরত্বের দাবী, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর সতর্কবাণী এবং পরিণাম

এক-খোদায় বিশ্বাস এবং তার ইবাদত করাই হচ্ছে ইসলামর নির্যাস। এটাই হচ্ছে সেই বাণী যা সবচে' বেশী প্রচারিত হয়েছে। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সা.) এবং পরবর্তীতে তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) জীবনের প্রতিটি মহূর্ত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই বাণী প্রচার করে গেছেন। শিরক (খোদার সাথে অংশীবাদিতা)-এর সম্মুখীন হলে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম-ও তাঁর প্রভূ ও নেতা মহানবী (সা.)-এর মতই সেই শির্‌ক-কে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানাতেন এবং এটা প্রমাণ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন যে, খোদা একমাত্র চিরন্তন সত্ত্বা এবং অন্য কিছুই তাঁর সমকক্ষ হবার উপযুক্ততা রাখে না।

এই প্রবন্ধটিতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জীবনে সংঘটিত 'শিরক' এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাটি লন্ডনের 'আগাপেমন'-নামের একটি সংস্থার নেতা জন স্মীথ পিগট (১৮৫২-১৯২৭)-এর প্রতি ১৯০২ সনে জ্ঞাপন করা হয়।

'আগাপেমন'- ছিল মূলত: প্রখ্যাত হেনরী প্রিন্স (১৮১১-১৮৯৯) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান, যেটার মৌলিক শিক্ষাগুলো ছিল খ্রীষ্টিয় 'প্রোটেষ্ট্যান্ট' মতবাদের মতই। তবে বড় যে পার্থক্যটি, তা ছিল এই যে, হেনরী প্রিন্স নিজকে মসীহ্-র দ্বিতীয় আগমন এবং এমনকি নিজেকে 'মৃত্যুহীন'- মনে করতো। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরী জন হাঘ স্মীথ পিগট সেই আত্মাটি ধারন করার দাবী করে। যদিও শুরুতে তার সম্প্রদায় চিরন্তন মসীহ্-র মৃত্যুতে প্রচন্ড আঘাত পেয়েছিল, পিগট তাদেরকে এ মিষ্টি-কথায় ভুলিয়ে বিশ্বাস করিয়েছিল যে, হেনরী প্রিন্স ছিলেন কেবলই একজন অগ্রদূত, এবং পিগট-ই ছিল বাস্তবতা এবং 'চিরজীবি মসীহ্'।

এ উভয় ব্যক্তিই তাদের অনুগত স্ত্রীলোকদের সাথে যৌন-সম্পর্কে নিযুক্ত হওয়াকে সম্পূর্ণরূপে 'অধিকারভুক্ত' বলে মনে করতো। হেনরী প্রিন্স এমন এক স্ত্রীলোকের সাথে তার যৌন-সহবাসের দাবী করে, যাকে সে 'পবিত্রাত্মা' ও এক 'সহৃদয় দেহ'-এর সাথে মিলিত হবার প্রতিনিধিত্ব করে বলে দাবী করে এবং যার পরিণামে কোন গর্ভ-সঞ্চার হবার পর সে এটাকে 'শয়তানের কাজ' বলে অভিহিত করে।

লন্ডনের ক্ল্যাপটনে অবস্থিত সংগঠনটির গীর্জাটি 'চুক্তির তরণী' নামে পরিচিত ছিল। ১৯০২ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর সেখানে পিগট তার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করে। দাবী করা হয় যে, ৬০০০ লোক উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিল।

খ্রীষ্টিয় মতবাদের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করার পর পিগট তার সাথে যুক্ত করে যে, সে-ই হচ্ছে যীশু (আ.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাব। সে তার শ্রোতাদেরকে এ উপদেশ দান করে যে, স্বর্গে খোদাকে অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ 'তিনি তোমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন'।

একথা বলার সময় সে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে এবং তার অনুসারীরা তার সামনে সেজ্‌দাবনত হয়। কিন্তু উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কতিপয় তার খোদা-হবার দাবীর কারণে চূড়ান্ত অবমাননা বোধ করে মৌখিকভাবে তারা পিগটকে গালাগালি করে এবং তার দিকে পাথর ও হাতের কাছে যা কিছু পায়, তা নিক্ষেপ করে। এই হিংস্রতা অনুভব করে পুলিশ দ্রুততার সাথে পিগটকে সাথে নিয়ে তার বাসভবন এলাকায় ফিরে যায়। যাহোক, পিগট-এর ঈশ্বর-নিন্দা জনিত মন্তব্যগুলোয় এমন এক হৈ চৈ শুরু হয় যে, যেকোন এলাকায় তার উপস্থিতি শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটাতো।

সংবাদপত্রগুলোও তার খোদা-হবার দাবী-জনিত ঈশ্বর-নিন্দা কাজে লাগায় এবং সেমতাবস্থায় পুলিশের হেফাজতে পিগটকে স্প্যাকটনে স্থানান্তরিত করা হয়, যেটা পরে

এ সংগঠনটির নূতন কেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্রতিশ্রুত মসীহ্, কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.), যিনি শেষ যুগের ইমাম, পিগটকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন যে, এ ধরনের ঈশ্বরনিন্দাজনিত বিবৃতি দান মানুষের পক্ষে মাননসই নয় এবং তার উচিত ভবিষ্যতে এ ধরনের দাবী করা থেকে বিরত থাকা, অন্যথায় সে ধ্বংস হবে। এই বার্তাটি ১৯০২ সনের নভেম্বরে তার কাছে প্রেরণ করা হয়। যদিও এটা অজ্ঞাত যে, আসলে পিগট কখন এ নোটিশটি পেয়েছিল, তবে গবেষণা থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, সে এটা অবশ্যই গ্রহণ করেছিল।

ডঃ যশুয়া স্কুইসো, যিনি একজন দক্ষ-সমাজবিজ্ঞানী এবং পশ্চিম-ইংল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, তিনি আগাপেমন-এর উপর এক গবেষণা করেন। তার গবেষণাটি ছিল খুবই সম্পূর্ণ, এবং এই গ্রুপের পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোর মত নয়, যা প্রায়ই এ ধরনের তত্ত্বমূলক-তীব্রতা-বর্জিত এবং এই সংস্থার অধিকতর রোমাঞ্চকর কর্মকান্ডের উপর ফোকাস করতে সহায়ক ছিল। সংবাদপত্রগুলো তো এর একদল সদস্যের নীতিবিহিন যৌন ভোগ-বিলাসের খবর দিয়েই পরিতৃপ্ত ছিল, যেটা এদের পাঠকদের জন্যে অলীক ও প্রকৃত ঘটনার মধ্যে পার্থক্য করাই কঠিন করে ফেলেছিল।

এই সংগঠনটি সম্পর্কে খুব জরুরী দু'টো গবেষণা রয়েছে। একটি হচ্ছে চার্লস ম্যান্ডার-এর 'শ্রদ্ধেয় প্রিন্স ও তার ভালবাসার আবাস'-এবং অন্যটি ডোনাল্ড ম্যাক কার্মিক-এর বই 'ভালবাসার মন্দির'।

পিগট-এর নাতনী ক্যাট বার্লো-ও তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমূহের উপর একটি বই লেখে; কিন্তু তাতে ডঃ স্কুইসো-র গবেষণার মত তেমন পূর্ণভাবে গবেষণা করা হয়নি, যে গবেষণার কারণে তিনি 'ইউনিভার্সিটি অব রিডিং' থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছিলেন। তার তত্ত্বালোচনার শিরোনামটি ছিল 'প্রতারিত বাসিন্দারা', 'প্রচন্ড-ক্ষ্যাপা' এবং 'সাম্যবাদীরা' : আগাপেমন-এর একটি সমাজবিজ্ঞানী গবেষণা, ভিক্টোরিয়া-যুগীয় এপোক্যালিপ্টিক মিলোনিয়ার্স'। এতে তিনি লিখেন : ১৯০২ সনে ভারতবর্ষে আমরা আগাপেমন-এর কর্মকান্ডের চিহ্ন দেখতে পাই.....এ বছরেই ভারতে আরেকজন, পাঞ্জাবের কাদিয়ানের সর্বোচ্চ-ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমদ 'মসীহ্' হবার দাবী করে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন, যাতে পিগট-কে এ মর্মে হুশিয়ার করা হয় যে, 'যদি সে খোদা হবার দাবী করা থেকে বিরত না হয়, তবে সে অবিলম্বে ধ্বংস হয়ে ধূলি ও হাড্ডিতে পরিণত হবে'।

কাদিয়ানের প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর বিজ্ঞপ্তিটিও ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বহির্বিশ্বে পিগট-এর প্রবেশাধিকার থাকার কারণে এটা অপরিহার্য ছিল যে, তাকে ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। শব্দগত ইলহাম, স্বপ্ন এবং দিব্যদর্শন সম্বলিত-গ্রন্থ 'তাযকেরাহ্-তে পিগট সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যা নিম্নরূপ :

'২০শে নভেম্বর (বৃহস্পতিবার)-পিগট সম্পর্কে পূর্ণ-মনযোগের সাথে দোয়া করার পর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) স্বপ্নে কতগুলি বই দেখতে পান, যার উপর তিনবার 'তসবীহ্, তসবীহ্, তসবীহ্'- লেখা ছিল। (আল্লাহ্ পবিত্র)। তারপর একটি ইলহাম পেলেন, যা ছিল, 'ওয়াল্লাহু শাহীদুল ইকাব ইন্নাহুম লা ইয়ুহ্ছিনুন' যার অর্থ হচ্ছে, 'আল্লাহ্ প্রতিদান দিতে কঠোর। তারা ন্যায়পরায়ণভাবে কাজ করেছে না'।

এই ইলহাম দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, পিগট-এর বর্তমান অবস্থা ভাল নয় অথবা ভবিষ্যতে সে অনুতপ্ত হবে না। এ দ্বারা এটাও বুঝানো হতে পারে যে, সে খোদার উপর ঈমান আনবে না, অথবা খোদার বিরুদ্ধে এ ধরনের একটি মিথ্যা বলে এবং মতলব এঁটে সে যা করেছে, তা মোটেই ভাল নয়। 'আল্লাহু শাহীদুল ইকাব'–(অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রতিদান দানে কঠোর) অংশ দ্বারা বুঝায় যে, পরিণামে সে ধ্বংস হবে এবং সে খোদার শাস্তি দ্বারা ধৃত হবে। প্রকৃত পক্ষে খোদা হবার দাবী করা খুবই এক দুঃসাহসের কাজ'।

আগেই বলা হয়েছিল যে, পিগট-এর মিথ্যা দাবীর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল বেশকিছু লোকের উষ্মা ও হিংস্রতা, যারা শুরুতেই এটা শ্রবণ করেছিল এবং যদ্বারা তারপক্ষে লন্ডনে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে পুলিশ তাকে এ মর্মে সতর্ক করেছিল যে, যদি এ-ধরণের শান্তি-ভঙ্গকারী আরেকটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তবে তাকে গ্রেফতার এবং তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে। তার পূর্বেই তার বিরুদ্ধে অপমান ও সুনাম-হানির সতর্কবাণীগুলো তো ছিলই।

অত:পর পিগট পূর্ব-ইংল্যান্ডের স্প্যাক্সটনের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে আগাপেমনের প্রতিষ্ঠাতা হেনরী প্রিন্স কয়েক খন্ড জমি ও কয়েকটি বাড়ী-সংযুক্ত বৃহৎ এক এলাকা জুড়ে গীর্জা ও প্রাসাদের কায়দায় একটি বাড়ী বানিয়েছিলেন। এসব বাড়ী, অফিস ও তার অনুসারীদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

কলোনিটির নাম ছিল 'আগাপেমন'-যার অর্থ হচ্ছে 'ভালবাসার গৃহ'। চার দেয়াল ঘেরা এ বাড়ীটি ছিল শহর থেকে বহু দূরে, এবং পিগট-এর বসবাসের জন্যে এটা 'সবচে নিরাপদ' বলে বিবেচিত হতো।

এর নাম 'ভালবাসার গৃহ'-অনুযায়ী কলোনিটি পরিপূর্ণ যৌন-স্বাধীনতার প্রচার করছিল। গবেষকদের মতে আগাপেমন-এর অনুসারীরা 'দলীয়-আত্মপ্রসাদ' ভুল-নেতৃত্ব এবং বিপথ-গামীতার শিকার হলো। বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিগট তার জীবনের অবশিষ্ট বছরগুলো এখানেই কাটালো। মাঝে মাঝে সে বিদেশে যেতো, কিন্তু ফিরে এসে সে নিজকে এই দূর্গের মধ্যে তালাবদ্ধ করে ফেলতো, যেখানে অননুমোদিত কোন ব্যক্তিকে ঢুকতে দেয়া হতো না। কলোনীর সদস্যরা খাদ্যক্রয়ের জন্যে কখনো এই গ্রামে ঢুকলে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাদেরকে ঘিরে ফেলতো এবং আগাপেমন-এর মধ্যকার বাছাই করা এবং সংবেদনশীল মুখরোচক অসচ্চরিত্রতা ও লাম্পট্য বিষয়ক প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন প্রশ্নবানে তাদেরকে জর্জরিত করতো। সেজন্যে অনুসারীরা বাইরে বের হওয়াকে এক 'খারাপ পূর্বাভাস' বলে বিবেচনা করতো। যাহোক, পিগট এই কলোনিতেই আটক হয়ে থাকতো। গবেষকগণ মন্তব্য করেছেন যে, স্প্যাক্সটনে স্থানান্তরিত হবার পর 'ক্ল্যাপ্টনের সুসজ্জিত মসীহ্' স্প্যাক্সটনে চুপচাপ, ভদ্র ও যাজক হয়ে গেলো; এবং ক্ল্যাপ্টনে স্মীথ-পিগট এ' পাঠ শিখেছিল যে, বহির্বিশ্বের মতামত এখনো গণ্য করা হচ্ছে এবং লন্ডনে যে-ধরনের ব্যবহার সে পেয়ে এসেছে, সমারসেট সায়ারে সে তেমনটির মুখোমুখী হবার আকাঙ্খা পোষণ করে না.....যখন (সে) গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলতো, তখন সে 'মসীহ্' নয়, বরং পার্থিব-দুনিয়ার সদাশয় এক ব্যক্তির ভূমিকা পালন করতো।

এই গবেষণা চলাকালে ভাড়াকৃত মহাফেজখানা থেকে পিগট-এর অনেকগুলো ধর্মোপদেশ, ব্যক্তিগত রোজনামচা ও পত্র দেখতে পাওয়া যায়। এর অতিরিক্ত কাগজ-পত্র পাওয়া যায় পিগট-এর নাতনি এ্যান বাক্‌লে-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ও সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ থেকে,

যেগুলো সমারসেট মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ছিল। এসব উৎস পরিস্কারভাবে নির্দেশ করে যে, ১৯০২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯০৮ সন নাগাদ- অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর সময়কালে পিগট ঈশ্বরত্বের আর কোন দাবী করেনি।

পিগট যখন তার সন্তানদের জন্ম রেজিষ্টার-ভুক্ত করতো, পেশা হিসেবে সে নিজকে 'পবিত্র নির্দেশের প্রচারক'- বলে উল্লেখ করতো। এটা সেই একই উপাধি, যা সে ১৮৮৯ সনে ঈশ্বরত্বের কোন দাবীর পূর্বে তার বিবাহ-সনদে এবং পুনরায় ১৯০৫ সনে তার এক শিশুর জন্মের পরও ব্যবহার করেছিল। এ-দ্বারা এটা চূড়ান্তভাবে নির্দেশ করে যে, সে (পিগট) প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জীবদ্দশায় আর কখনোই ঈশ্বরত্বের দাবী করেনি। পিগটকে সতর্কবাণী প্রচারের এটাই ছিল উদ্দেশ্য, এবং আমরা দেখতে পাই যে, এই সতর্কবাণী এবং অন্যান্য উপাদান–যেমন সংবাদমাধ্যমগুলোর হৈ চৈ এং গোঁড়া-খ্রীষ্টানদের প্রতিক্রিয়া পিগট-কে ইশ্বরত্বের দাবীর পুনরাবৃত্তি না করার পেছনে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

বস্তুত: তার ব্যক্তিগত বাইবেল-এ একটিও এমন টীকা নেই যে, সে ঈশ্বরত্বের দাবী করেছে। উপরন্তু তার পুত্র ডেভিড-কে দান হিসেবে দেয়া একটি বাইবেল-এর সাক্ষ্য ও যেখানে এটা লিখিত হয়েছে যে, 'প্রথম-ভূমিষ্ট আমার পুত্র ডেভিডকে স্বর্গে অবস্থানকারী তার পিতার নিকট থেকে'- এ থেকে স্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্গে অবস্থানকারী এক দেবতার উপর পিগট-এর বিশ্বাস ছিল এবং পিগট এর দৈহিক-অস্তিত্বের সাথে যার কোন সম্পর্ক ছিল না।

তার ব্যক্তিগত সম্পদের মধ্যে রয়েছে একটি ধাতু-নির্মিত ফলক, যাতে ল্যাটিন ভাষায় খোদাই করা হয়েছে 'Homo Sum. Humani Nihil Me Alienum Puto. এই পাঠের দোলকটির উল্টো পাশে লিখিত আছে; 'আমি একজন মানুষ। আমার মধ্যে মানবতার সাদৃশ্যের সাথে বেমানান কিছু রয়েছে বলে আমি মনে করিনা'।

এসব ঘটনা থেকে গবেষকগণ এ উপসংহারে পৌঁছেন যে, পিগট অবশ্যই তার ঈশ্বরত্বের দাবী ত্যাগ করেছিল। ড: জশুয়া-র স্কুইসোর গবেষণা মোতাবেক তার (পিগট) ঈশ্বরত্বের প্রারম্ভিক দাবির পর পিগট সেটা চেপে গিয়েছিল।

ড: নিক ব্যারেট- প্রসিদ্ধ একজন পরিবার-ইতিহাসবিদ এবং বিবিসি-র প্রোগ্রাম-'What Do You Think You Are' -এর জন্যে প্রসিদ্ধ, তিনিও পিগট-এর জীবনী নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি এ-ও বিশ্বাস করেন যে, শুরুতে যদিও পিগট ঈশ্বরত্বের দাবী করেছিল, এর প্রতি মানুষের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখে জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে তার এ দাবী কেবল 'আধ্যাত্মিক নিরাময়কারী'-তে নামিয়ে আনে।

পিগট-এর ঈশ্বরত্বের দাবীর বিপরীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) পিগট এর প্রতি সতর্কবাণী জারী করার সময় নিজ নামের পাশে 'নবী' শব্দটি জুড়ে দিয়ে খুব পরিস্কার ভাবেই 'নবী' হিসেবে স্বীয় দাবী উত্থাপন করেন। উপরন্তু তিনি তাঁর এ দাবী আমৃত্যু বজায় রাখেন। তাঁর শুরু-করা জামাত–আহমদীয়া মুসলিম জামাতও আজ পর্যন্ত তাঁর সে দবী বজায় রেখেছে।

সে সব মুসলমান, যারা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তারা ভুলে যায় যে, তারা সর্বশক্তিমান খোদার বিশালতার অসম্মান করছে। আর ভুলে যায় যে, পিগট-এর ক্ষেত্রে যে দু'জনের মধ্যে বিরোধীতা হয়েছিল, তাদের একজন ছিল 'শির্ক'-অর্থাৎ নিজকে খোদা বলার মারাত্মক দোষে' দোষী, আর অন্যপক্ষে ছিলেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.), যিনি ছিলেন খোদার এক একান্ত অনুগত দাস এবং পবিত্র নবী (সা.) এর প্রতি এতই নিষ্ঠাবান যে, তিনি তার দিনগুলো ইসলামের প্রচার এবং সর্বশক্তিমান খোদার একত্ব-প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করে দিয়েছিলেন।

অতএব এটা কতই না বেদনাদায়ক যে, এ ধরনের লোকেরা সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে যিনি আল্লাহ্‌র একত্ব এবং ইসলাম ও পবিত্র নবী (সা.) এর নামের সুরক্ষা করেছিলেন।

যাহোক, এই আপত্তি এবং এর পশ্চাতে যা ছিল, সে বিষয়টি অবহেলা না করা খুবই জরুরী। এই আপত্তির ভিত্তিটি নির্ভর করে এ ঘটনার উপর যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ইন্তেকাল করেন ১৯০৮ সনে, আর পিগট মারা যায় ১৯২৭ সনে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) পিগট ও পশ্চিমা-সংবাদপত্রগুলোর কাছে যে ঘোষণাটি প্রেরণ করেছিলেন, ততে এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত ছিল যে, পিগট যদি তার ঈশ্বরত্বের দাবী করা থেকে বিরত না হয়, তবে সে তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস হবে, এবং সম্ভবত: প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জীবদ্দশাতেই। ইংরেজী ভাষায় কথাগুলো ছিল এরূপ :

'অতএব আমি এই নোটিশের মাধ্যমে তাকে এমর্মে সতর্ক করেছি যে, যদি সে তার এই অবান্তর-দাবীর জন্যে অনুতপ্ত না হয়, তবে সে শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে'।

এটা এক প্রমাণিত সত্য যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জীবদ্দশায় পিগট কখনোই তার এ দাবীর পুনরাবৃত্তি করেনি, আর এ কারণেই কোন শাস্তি থেকে সে নিরাপদ ছিল, তবে তার সেই দাবীর পুনরাবৃত্তি ঘটালে শাস্তি তাকে পূর্ণভাবে গ্রাস করতো। এ দাবীর পুনরাবৃত্তি না করার পশ্চাতে তার চারপাশের জনগণের হিংস্র প্রতিক্রিয়া অথবা খোদার ক্রোধের ভয় ছিল কি-না সেটা গৌণ গুরুত্বের বিষয়; মূল গুরুত্বহ যে বিষয়টি, তা হচ্ছে যে, সে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জীবদ্দশায় কখনোই তার এ দাবীর পুনরাবৃত্তি করেনি। এটা অবশ্যই ভুলে গেলে চলবে না যে, এটা কোন ব্যক্তিগত দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত দাবীটির পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, ততক্ষণ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর পিগট-এর সাথে কোন বিচারার্থ-বিষয় ছিল না। 'শির্ক'-এর উৎপত্তি হয়, এমন কোন জিনিষকে বাধা দান করাই ছিল প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর একমাত্র উদ্দেশ্য, আর এটাই হচ্ছে খোদার সাথে কোন ব্যক্তি অথবা বস্তুর সম্বন্ধ।

যাহোক, ১৯০৯ সনে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর ওফাতের পরের বছর পিগট তার ঈশ্বরত্বের দাবীর পুনরাবৃত্তি করলো। সে-সময় সে বহু সংখ্যক মহিলার সাথে বসবাস করছিলো, যাদেরকে সে তার 'আত্মার কনেরা' বলে অভিহিত করেছিল। এদের মধ্যে একজন 'রূথ প্রীস' যাকে পিগট 'মুখ্য, আত্মা-কনে'-উপাধি দিয়েছিল। সে পিগট-এর তিনটি সন্তান ধারণ করেছিল। পিগট যখন সমারসেটের স্থানীয় রেজিষ্ট্রারের দপ্তরে এসব অবৈধ-সন্তানদের নাম লিপিবদ্ধ করতে গেলো, খবরটি তখনই রটে গেল, কারণ, সে অন্য একজন মহিলার সাথে আইন-সম্মত ভাবেই বিবাহিত ছিল। যেহেতু পিগট ছিল চার্চ অব ইংল্যান্ড'-এর একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, সে কারণে অপবাদটি লেলিহান-শিখার মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। চার্চ তাকে তার পদ থেকে অপরাসিত করলো। শত্রুতা ভাবাপন্ন পিগট তখন ঘোষণা দিল, 'আমি এই সিদ্ধান্তের কোনই তোয়াক্কা করি না, আমি হচ্ছি খোদা!! এভাবে 'তাযকিরাহ্'-তে লিপিবদ্ধ

ভবিষ্যদ্বাণীটি পুরা হলো।

ঐশী বার্তা-যেটা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে দেয়া হয়েছিল,সেটা ছিল–'পিগট অনুতপ্ত হবে না এবং তার পরিণাম ভাল হতে পারে না'। বস্তুত এই দফা থেকেই, সে যখন আরেকবার তার ঈশ্বরত্বের দাবীর পুনরাবৃত্তি করলো, তখনই তার 'কলঙ্কের মধ্যে অবতরণ' শুরু হলো। সমারসেট আর্কাইভ-কেন্দ্রের সংবাদপত্রগুলো এ সময়ের বিভিন্ন তারিখ থেকেই তার ব্যভিচারমূলক সম্পর্কগুলো ও অবৈধ সন্তানদের সংবাদে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

পিগট-এর মানসিক-স্বাস্থ্য ক্রমশ: হ্রাস পেতে শুরু করলো। তার প্রিয় 'আত্মার কনে' রুথ প্রীস তার থেকে পৃথক হয়ে কলোনী ছেড়ে চলে গেলো। ডোনাল্ড ম্যাককর্মিক তার প্রস্থান সম্পর্কে উদ্ধৃত করেন, 'এটা ছিল এক ধীর-পদ্ধতি, যা প্রধানত: তার চরিত্রের অসাধুতার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছিল'।

ম্যাককর্মিক পিগট-এর বোধগম্য-অবনতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তার বাক শক্তি বিশৃঙ্খল এবং তার চিন্তা-প্রক্রিয়াদিও বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। যারা তার সাথে ছিল, তারা তার মানসিক বিকার-প্রবণতার কথা জানলো। কতিপয় অনুগামী এমনকি এতদুর পর্যন্ত বললো যে, তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করা হোক, অন্যথায় পুরো সম্প্রদায়টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একথাও লেখা হলো যে, তার স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের কারণে তাকে অপসারণ করা যায়নি, কিন্তু সে তার বাকী দিনগুলো অধিকতর খারাপির মধ্যে অতিবাহিত করলো, আর অন্যদিকে তার অনুসারীরা এই সময়টাতে একঘেয়েমী ও বিষন্নতার মধ্য দিয়ে কাটালো। তার তথাকথিত অনুসারীরা তাকে ত্যাগ করে চলে যেতে শুরু করলো।

যদিও পিগট ১৯২৭ সন পর্যন্ত মারা যায়নি, তার চূড়ান্ত দিনগুলো মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক সঙ্কটাবস্থায় অতিবাহিত হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর সে তার নিজ চার্চ-এর মধ্যেই সমাহিত হয়েছিল। চার্চটি পরে বিক্রয় করে ফেলা হয় এবং তা বর্তমানে এক ইংরেজ পরিবার কর্তৃক পরিচালিত আবাসিক-স্থাপনা হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্প্যাক্সটনে পিগট-এর চার্চ ও কলোনীর পরিণতি দেখতে গেলে দেখা যায়, কিভাবে পিগট এর মৃত্যু সবার জন্যে এক সতর্ক হিসেবে কাজ করেছে, কেউ এটা স্মরণ করতে পারে না যে, সে কে-ছিল। যেস্থানে এককালে তার সমাধি ছিল, সেটা এখন হয়েছে এক গুদাম-এলাকা। কেউ জানেনা, কি ঘটেছিল তার দেহের এবং তার পরিবার-পরিজনদের।

বর্তমান-মালিক এবং ভজনালয়ের বাসিন্দা জানায় যে, তার সমাধি এলাকায় পিগট-এর নাম, তার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ-খচিত একটি দামী সোনার-পাত ছিল। যাহোক, পিগট-এর পুত্রের ছিল শরাব আর জুয়ায় আসক্তি এবং এসবের জন্যে তহবিল যোগাড় করতে গিয়ে সে কেবল পুরো কলোনিটি-ই বেচে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বরং ঐ সোনার পাতটিও বেচে দিয়েছে। আর এ ঘটনাটি সম্পর্কে নিশ্চিত করেছে পিগট এর নাত্‌নি–মিস এ্যান বাকলে।

এটাই ছিল সেই লোকের জন্যে কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর যবনিকা পর্ব, যে ব্যক্তিটি খোদা হবার দাবী করেছিল এবং যাকে যুগের ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কর্তৃক সতর্ক করা হয়েছিল। সর্বশক্তিমান খোদার ওহী প্রচুর বিশালতা সহকারে এবং এমন প্রকাশ্যভাবে পূর্ণ হয়েছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর বাণীর সত্যতার বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইল না।

পিগট-এর মৃত্যু আগাপেমনের যবানিকা-কে কার্যকর ভাবে চিহ্নিত করেছিল। রূথ প্রীস এই ধর্ম-বিশ্বাসকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার মৃত্যুতে এর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে গেল। একজন আগপেমন-পন্থীও আজ আর বিদ্যমান নেই। পিগট, তার মতবাদ, এবং তার অনুসারীদের সবাই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। 'আল্লাহু শহীদুল ইকাব'–হচ্ছে এক জীবন্ত নিদর্শন (মূল আরবীর অনুবাদ হচ্ছে : 'শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্ খুবই কঠোর')।

আগপেমনের পরিণতি সম্পর্কে ড: যশুয়া স্কুইসো লিখেন : 'আগপেমনের অবস্থার ঠিক বিপরীতে মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যে ইসলামী সম্প্রদায়টি স্থাপন করেছিলেন, সেটা আজকের দিনেও উন্নতি লাভ করছে'। পিগট-এর সংগঠনটির পূর্ণ ধ্বংস এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জামাতের বিশ্বের কোনায় কোনায় বিস্তার লাভ 'Abington dictionary of living Religions'-এ চিহ্নিত রয়েছে।

পিগট এর জীবনের উপর গবেষণার প্রক্রিয়ায় তার নাতনি এ্যান বাক্সলের সাথে সাক্ষাত করলে সে পিগট-এর ব্যক্তিগত নোটগুলো, তার সব দলিল ও সম্পদ, পূর্বোল্লেখিত টেলিভিশন-প্রোগ্রামের জন্যে সরবারাহ কাজে প্রভূত সহযোগিতা করেছে।

২০১১ সনের ২৬ মার্চ তারিখে যুক্তরাজ্যের আহমদীয়া মুসলিম জামাত-আহুত 'বার্ষিক শান্তি সম্মলনে' পিগট-এর নাতনী মিস এ্যান বাক্‌লে যোগদান করেছিল এবং নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসিলম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর সাথে তাকে সাক্ষাতের সুযোগ দান করা হয়। সেই সাক্ষাতের সুবাদে সে হুযূর (আই.)-এর সাথে আরেকটি সাক্ষাতের সুযোগ প্রার্থনা করে। পরবর্তীতে ২২ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে জন হাঘ স্মীথ পিগট-এর এই নাত্‌নি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর সাথে পুনরায় সাক্ষাত করে। সেই সাক্ষাতকারে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ তার কাছে পিগট ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর মধ্যে অনুষ্ঠিত পত্রালাপের বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এই সাক্ষাতকারের, যা আধঘন্টা স্থায়ী হয়–পর সে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদের সাথে ফটো তোলার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। সে বার বার বলতে থাকে 'আমি কখনোই জানতাম না যে এ ধরনের আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন লোক এখনো বিদ্যমান আছে' এবং এইমাত্র আমি এক অত্যধিক সুন্দর ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাত করলাম'।

এরপর তাকে 'মাখযানে তাসাবির'-প্রদর্শনী (কেন্দ্রীয় ফটো লাইব্রেরী এবং নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রদর্শনী)তে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর ফটো দেখার পর সে আরেকবার বলে: 'এটা দেখে মনে হয়, যেন তিনি মানুষের ভিতরটা দেখতে পান'।

এটা ছিল খুবই ঈমান-বর্ধক এক দৃশ্য। পিগট-কে যে 'নূর'টি দেখাতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর বাসনা ছিল, সেটা বৃথা যায়নি। কার্যত: এটা বৃথা যেতে পারে না, কারণ এটা ছিল সেই 'নূর'-যা সেই সত্তার মাধ্যমে নির্গত হয়েছিল, যিনি সর্বশক্তিমান খোদা-কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। পিগট যদিও নিজকে এই 'নূর' থেকে বঞ্চিত করেছিল, তারই বংশ থেকে এক মহিলা নিজের জন্যে এর অভিজ্ঞতা লাভ করলো।

এরপর মিস এ্যান বাকলে হুযূর (আই.) কে একটি কৃতজ্ঞতা-সূচক পত্র লেখে। এভাবে বহু নিদর্শনের মধ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) স্বপক্ষে সর্বশক্তিমান খোদার আরেকটি নিদর্শন পূর্ণ হলো।